মুঘল সাম্রাজ্য

ইতিহাস বই



সম্পাদনায়:-

মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস:

মুঘল বা মোগল সাম্রাজ্য ছিল ভারত উপমহাদেশের একটি সাম্রাজ্য। উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলজুড়ে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুঘল সাম্রাজ্য মূলতঃ পারস্য ও মধ্য এশিয়ার ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদির বিরুদ্ধে বাবরের জয়ের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। মুঘল সম্রাটরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার টার্কো-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত। তারা চাগতাই খান ও তৈমুরের মাধ্যমে চেঙ্গিস খানের বংশধর। ১৫৫৬ সালে আকবরের ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্রুপদী যুগ শুরু হয়। আকবর ও তার ছেলে জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ভারতে অর্থনৈতিক প্রগতি বহুদূর অগ্রসর হয়। আকবর অনেক হিন্দু রাজপুত রাজ্যের সাথে মিত্রতা করেন। কিছু রাজপুত রাজ্য উত্তর পশ্চিম ভারতে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জারি রাখে কিন্তু আকবর তাদের বশীভূত করতে সক্ষম হন। মুঘল সম্রাটরা মুসলিম ছিলেন তবে জীবনের শেষের দিকে শুধুমাত্র সম্রাট আকবর ও তার পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর নতুন ধর্ম দীন-ই-ইলাহির অনুসরণ করতেন।
মুঘল সাম্রাজ্য স্থানীয় সমাজে হস্তক্ষেপ করত না তবে প্রশাসনিকভাবে এসববের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হত।অনেক বেশি কাঠামোগত, কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুঘল শাসনামলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন মারাঠা, রাজপুত ও শিখরা সামরিক শক্তি অর্জন করে।
শাহজাহানের যুগে মুঘল স্থাপত্য এর স্বর্ণযুগে প্রবেশ করে। তিনি অনেক স্মৃতিসৌধ, মাসজিদ, দুর্গ নির্মাণ করেন যার মধ্যে রয়েছে আগ্রার তাজমহল, মোতি মসজিদ, লালকেল্লা, দিল্লি জামে মসজিদ। আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়। শিবাজী ভোসলের অধীনে মারাঠাদের আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের অবনতি শুরু হয়। আওরঙ্গজেবের সময় দক্ষিণ ভারত জয়ের মাধ্যমে ৩.২ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারের বেশি অঞ্চল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। এসময় সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ১৫০ মিলিয়নের বেশি যা তৎকালীন পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ এবং জিডিপি ছিল ৯০ বিলিয়ন ডলারের বেশি।
১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ মারাঠারা মুঘল সেনাবাহিনীর বিপক্ষে সফলতা লাভ করে এবং দক্ষিণাত্য থেকে বাংলা পর্যন্ত বেশ কিছু মুঘল প্রদেশে বিজয়ী হয়। সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার দুর্বলতার কারণে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ সৃষ্টি হয় যার ফলে বিভিন্ন প্রদেশ কার্যত স্বাধীন হয়ে পড়ে। ১৭৩৯ সালে কারণালের যুদ্ধে নাদির শাহের বাহিনীর কাছে মুঘলরা পরাজিত হয়। এসময় দিল্লি লুন্ঠিত হয়। পরের শতাব্দীতে মুঘল শক্তি ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে পড়ে এবং শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের কর্তৃত্ব শুধু শাহজাহানাবাদ শহরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থনে তিনি একটি ফরমান জারি করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতার অভিযোগ এনে কারাবন্দী করে। শেষে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই মারা যান।

নাম উৎপত্তি:

সমসাময়িকরা বাবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে 'তিমুরি' বা 'তৈমুরী' সাম্রাজ্য বলে উল্লেখ করেছেন যা মুঘলরা নিজেরাও ব্যবহার করত। আইন-ই-আকবরিতে 'হিন্দুস্তান' নামটি উল্লেখ রয়েছে। পাশ্চাত্যে 'মুঘল' (বা

'মোঘুল' Moghul) শব্দটি সম্রাট ও বৃহৎ অর্থে সাম্রাজ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হত। মঙ্গোল শব্দের আরবি ও ফারসি অপভ্রংশ থেকে 'মোগল' তবে বাবরের পূর্বপুরুষরা সাবেক মঙ্গোলদের চেয়ে ফারসি সংস্কৃতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিলেন।

ইতিহাস:

বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কো-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত শাসক। বাবার দিক থেকে তিনি তৈমুর লং ও মায়ের দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন।মধ্য এশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে বাবর ভারতে ভাগ্য নির্মাণে নিয়োজিত হন। তিনি নিজেকে কাবুলের শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং আফগানিস্তান থেকে খাইবার পাস হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন।পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ের পর বাবরের সেনাবাহিনী উত্তর ভারতের অধিকাংশ এলাকা জয় করে নেয়।তবে শাসন পাকাপোক্ত করতে অনেক সময় লেগে যায়।অস্থিতিশীলতা তার ছেলে হুমায়ুনের সময়ও ছড়িয়ে পড়ে। হুমায়ুন দিগ্বিজয়ী সেনাপতি শেরশাহ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারত থেকে পারস্যে পালিয়ে যান। হুমায়ুনের সাথে পারস্যের সাফাভিদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং মুঘল সাম্রাজ্যে পারসীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাফাভিদের সহায়তায় হুমায়ুন মুঘলদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পর নিজস্ব গ্রন্থাগারে ঘটা এক দুর্ঘটনায় হুমায়ুনের মৃত্যু হলে তার ছেলে আকবর অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় সিংহাসনে বসেন। আকবরের অভিভাবক বৈরাম খান ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করতে আকবরের সহায়তা করেছেন।

যুদ্ধ ও কূটনীতির মাধ্যমে আকবর সাম্রাজ্যকে সবদিকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। তিনি ভারতের সামাজিক গোষ্ঠীর সামরিক অভিজাতদের থেকে তার প্রতি অনুগত নতুন অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলেন। তিনি উন্নত সরকার ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। আকবর ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানিগুলোর সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পার্থক্য দূর করার জন্য আকবর দীন-ই-ইলাহি নামক নতুন ধর্ম তৈরি করেছিলেন। তবে এই ধর্ম প্রসিদ্ধ হয়নি। আকবরের ছেলে সম্রাট জাহাঙ্গীর সমৃদ্ধির সাথে শাসন করেছেন। তবে জাহাঙ্গীর মাদকাসক্ত ছিলেন। তার রাষ্ট্রীয় কাজে অনীহা দেখে দরবারের প্রভাবশালীরা তার সন্তান খুররম ও শাহরিয়ারের পক্ষ নিয়ে দু'দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের প্রভাবে পড়ে যান জাহাঙ্গীর। অবশেষে খুররম শাহজাহান হিসেবে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন শাহজাহানের শাসনকাল মুঘল দরবারের জাকজমকের জন্য প্রসিদ্ধ। এসময় অনেক বিলাসবহুল ইমারত নির্মিত হয় যার মধ্যে তাজমহল অন্যতম।এসময় দরবারের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ রাজস্ব আয়ের চেয়ে বেশি ছিল।

বৃদ্ধ সম্রাট অসুস্থ হবার পর তার বড় ছেলে দারা শিকোহ উত্তরাধিকারী হন। সিংহাসন নিয়ে শাহজাহানের ছেলেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যান্যদের পরাজিত করে শেষপর্যন্ত আওরঙ্গজেব জয়ী হন। দারা শিকোহকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মারাত্মক অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তার করায় আওরঙ্গজেব শাহজাহানকে গৃহবন্দী করেন। আওরঙ্গজেবের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রায় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে মুঘল সাম্রাজ্যের সরাসরি অধীনে নিয়ে আসেন। ১৭০৭ সালে তার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের অনেক অংশ বিদ্রোহ করতে শুরু করে।আওরঙ্গজেবের ছেলে প্রথম বাহাদুর শাহ প্রশাসন সংস্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তবে ১৭১২ সালে তার মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে। ১৭১৯ সালে চারজন দুর্বল সম্রাট পরপর শাসন করেছেন।

মুহাম্মদ শাহের শাসনামলে সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। মধ্য ভারতের অধিকাংশ মারাঠা সাম্রাজ্যের হাতে চলে যায়। নাদির শাহ দিল্লি আক্রমণ করেন এবং এতে মুঘল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।সাম্রাজ্যে অনেক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।তবে মুঘল সম্রাটকে সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে বিবেচনা করা হত।

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম মুঘল কর্তৃত্ব পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তাকে বাইরের শক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। এদের মধ্যে ছিলেন আফগানিস্তানের আমির আহমেদ শাহ আবদালি। ১৭৬১ সালে আবদালির নেতৃত্বাধীন আফগান ও মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হলেও ১৭৭১ সালে মারাঠারা আফগান-মুঘলদের কাছ থেকে দিল্লি পুনর্দখল করে নেয় এবং ১৭৮৪ সালে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লিতে সম্রাটের রক্ষক হয়ে উঠে।তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের আগ পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় ছিল। এরপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল রাজবংশের রক্ষক হয়।সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর শেষ মুঘল সম্রাটকে ক্ষমতাচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এরপর ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারত সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হয়।

পতনের কারণ:

কোনো সাম্রাজ্যের উত্থান- ইতিহাসের অনিবার্য ললাট লিখন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে বিভিন্ন কারণ লক্ষ করা যায়।

(১) অশোকের মৃত্যুর ৫০ বছরের মধ্যে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ অশোকের মৃত্যর পর কন্যা চারুমতীর পুত্রদের মধ্যে বিগতাশোক, সম্প্রতি ও অন্যদের মধ্যে শালিশুক ও বৃহদথ সবাই ছিলেন অযোগ্য। ফলে বিশাল সাম্রাজ্যের চারদিকে অশান্তি শুরু হয়।

(২) পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, অশোকের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণনীতি এবং ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দণ্ড সমতা ও ব্যবহার সমতা নীতি গ্রহণ এবং ধর্মমহামাত্র নামে কর্মচারী নিয়োগ সাম্রাজ্যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। কিন্তু ড. আর. সি. মজুমদার বলেন, “অশোক ব্রাহ্মণ কেন, কোনো সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করেননি। বরং তিনি সাম্যের আদর্শে শাসননীতি গড়ে তুলেছিলেন।”

(৩) মৌর্য শাসন ছিল সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক। ফলে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে আমলারা বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা দুর্বল রাজার প্রতি আনুগত্য দেখানো বন্ধ করে।

(৪) সাম্রাজ্যের বিশালতা একসময় পতনের প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। কারণ প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে আঞ্চলিক গোষ্ঠীপ্রধান ও সামন্তপ্রধানরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

(৫) অর্থনৈতিক সংকট মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের আর একটি প্রধান কারণ বলে ডি. এন. ঝা ও আর. এস. শর্মা মনে করেন। ড. কোশাম্বী বলেন, “অশোকের পর এই অর্থসংকট তীব্র হয়ে ওঠে।”

(৬) কেউ কেউ বলেন, অশোকের শান্তিকামী নীতি তথা ধর্মবিজয় নীতি সেনাবাহিনীকে অলস করে তুলেছিল। ড. রোমিলা থাপার অশোককে মোটেই শান্তিকামী বলতে চাননি। তার মনে হয় আর্থসামাজিক কারণই’ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ।

(৭) সবশেষে মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের আক্রমণ মৌর্য শাসনের সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটায়। ১৮৫ খ্রিঃ পূঃ তিনি মৌর্য বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে শুঙ্গ বংশের পত্তন ঘটালে মৌর্য সাম্রাজ্যের চিরপতন ঘটে।

মুঘল সম্রাটদের তালিকা:

1. বাবর

- ❖ প্রকৃত নাম : জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ
- ❖ জন্ম : ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৩
- ❖ শাসনকাল : ৩০ এপ্রিল ১৫২৬ – ২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০
- ❖ মৃত্যু : ২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ (৪৭ বছর)
- ❖ টীকা : বাবা ও মায়ের দিক থেকে যথাক্রমে তৈমুর লং ও চেঙ্গিস খানের বংশধর। বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

2. হুমায়ুন

- ❖ প্রকৃত নাম : নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন
- ❖ জন্ম : ১৭ মার্চ ১৫০৮
- ❖ শাসনকাল : ২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ – ১৭ মে ১৫৪০ এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৫ - ২৭ জানুয়ারি ১৫৫৬
- ❖ মৃত্যু : ২৭ জানুয়ারি ১৫৫৬ (৪৭ বছর)
- ❖ টীকা : সুরি সম্রাট শের শাহ সুরির হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৫৫৫ সালে পুনরায় ক্ষমতাদখলে সক্ষম হন। এর অল্পকাল পর দুর্ঘটনায় মারা যান।

3. আকবর-এ-আজম

- ❖ প্রকৃত নাম : জালালউদ্দিন মুহাম্মদ
- ❖ জন্ম : ১৪ অক্টোবর ১৫৪২
- ❖ শাসনকাল : ২৭ জানুয়ারি ১৫৫৬ – ২৭ অক্টোবর ১৬০৫

- ❖ মৃত্যু : ২৭ অক্টোবর ১৬০৫ (৬৩ বছর)
- ❖ টীকা : আকবর ও বৈরাম খান পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করেন। চিতোরগড় অবরোধে আকবর সফল হন। আকবর সাম্রাজ্যকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন এবং মুঘল শাসকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হন। রাজপুত রাজকন্যা মরিয়ম উজ জামানিকে আকবর বিয়ে করেছিলেন। লাহোর দুর্গ আকবরের সময় নির্মিত অন্যতম বিখ্যাত স্থাপনা।তিনি দ্বীন-ই-ইলাহি ধর্মের প্রবর্তক।

4. জাহাঙ্গীর

- ❖ প্রকৃত নাম : নুরউদ্দিন মুহাম্মদ সেলিম
- ❖ জন্ম : ২০ সেপ্টেম্বর ১৫৬৯
- ❖ শাসনকাল : ১৫ অক্টোবর ১৬০৫ – ৮ নভেম্বর ১৬২৭
- ❖ মৃত্যু : ৮ নভেম্বর ১৬২৭ (৫৮ বছর)
- ❖ টীকা : মুঘল সম্রাটদের মধ্যে জাহাঙ্গীর সর্বপ্রথম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি মদ্যপ ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়। তার স্ত্রী সম্রাজ্ঞী নূর জাহান এসময় মূল ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন।

5. শাহজাহান-এ-আজম

- ❖ প্রকৃত নাম : শাহাবউদিন মুহাম্মদ খুররম
- ❖ জন্ম : ৫ জানুয়ারি ১৫৯২
- ❖ শাসনকাল : ৮ নভেম্বর ১৬২৭ – ২ আগস্ট ১৬৫৮
- ❖ মৃত্যু : ২২ জানুয়ারি ১৬৬৬ (৭৪ বছর)
- ❖ টীকা : শাহজাহানের যুগে মুঘল শিল্প ও স্থাপত্য সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌছায়। তিনি তাজমহল, দিল্লি জামে মসজিদ, লালকেল্লা, জাহাঙ্গীরের মাজার, শালিমার বাগান নির্মাণ করেছেন।

6. আলমগীর

- ❖ প্রকৃত নাম : মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব
- ❖ জন্ম : ৪ নভেম্বর ১৬১৮
- ❖ শাসনকাল : ৩১ জুলাই ১৬৫৮ – ৩ মার্চ ১৭০৭

- ❖ মৃত্যু : ৩ মার্চ ১৭০৭ (৮৮ বছর)
- ❖ টীকা : আওরঙ্গজেব শরিয়া আইনের প্রচলন পুনরায় শুরু করেন। ফতোয়া-ই-আলমগীরি নামক আইন সংকলন তার সময় প্রণীত হয়। গোলকুন্ডা সালতানাতের হীরার খনি তিনি জয় করেছিলেন। জীবনের শেষ ২৭ বছরের অধিকাংশ সময় আওরঙ্গজেব বিদ্রোহী মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। তার শাসনামলে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়। ব্যাপক বিস্তৃত সাম্রাজ্য মনসবদারদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হত। তার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য বিভিন্ন দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। নিজের হাতে কুরআন লিপিবদ্ধ করার জন্য আওরঙ্গজেব অধিক পরিচিত। দক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তিনি মারা যান।

7. আজম শাহ

- ❖ প্রকৃত নাম : আবুল ফাইজ কুতুবউদ্দিন মুহাম্মদ আজম
- ❖ জন্ম : ৮ জুন ১৬৫৩
- ❖ শাসনকাল : ১৪ মার্চ ১৭০৭ – ৮ জুন ১৭০৭
- ❖ মৃত্যু : ৮ জুন ১৭০৭ (৫৩ বছর)

8. বাহাদুর শাহ

- ❖ প্রকৃত নাম : কুতুবউদ্দিন মুহাম্মদ মুয়াজ্জম
- ❖ জন্ম : ১৪ অক্টোবর ১৬৪৩
- ❖ শাসনকাল : ১৯ জুন ১৭০৭ – ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৭১২
- ❖ মৃত্যু : ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৭১২ (৬৮ বছর)
- ❖ টীকা : তিনি মারাঠাদের সাথে সমঝোতা করেন, রাজপুতদের শান্ত করেন এবং পাঞ্জাবের শিখদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানে আসেন।

9. জাহানদার শাহ

- ❖ প্রকৃত নাম : মাআজউদ্দিন জাহানদার শাহ বাহাদুর
- ❖ জন্ম : ৯ মে ১৬৬১
- ❖ শাসনকাল : ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৭১২ – ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭১৩
- ❖ মৃত্যু : ১২ ফেব্রুয়ারি ১৭১৩ (৫১ বছর)

- টীকা :

10. ফররুখসিয়ার

- প্রকৃত নাম : ফররুখসিয়ার
- জন্ম : ২০ আগস্ট ১৬৮৫
- শাসনকাল : ১১ জানুয়ারি ১৭১৩ – ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭১৯
- মৃত্যু : ২৯ এপ্রিল ১৭১৯ (৩৩ বছর)
- টীকা : ১৭১৭ সালে একটি ফরমানের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শুল্ক ছাড়া বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। সৈয়দ ভাইরা তার সময়ে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে।

11. রাফি উল-দারজাত

- প্রকৃত নাম : রাফি উল-দারজাত
- জন্ম : ৩০ নভেম্বর ১৬৯৯
- শাসনকাল : ২৮ ফেব্রুয়ারি – ৬ জুন ১৭১৯
- মৃত্যু : ৯ জুন ১৭১৯ (১৯ বছর)

12. দ্বিতীয় শাহজাহান

- প্রকৃত নাম : রাফি উদ-দৌলত
- জন্ম : জুন ১৬৯৬
- শাসনকাল : ৬ জুন ১৭১৯ – ১৯ সেপ্টেম্বর ১৭১৯
- মৃত্যু : ১৯ সেপ্টেম্বর ১৭১৯ (২৩ বছর)
- টীকা :

13. মুহাম্মদ শাহ

- প্রকৃত নাম : রোশান আখতার বাহাদুর
- জন্ম : ১৭ আগস্ট ১৭০২
- শাসনকাল : ২৭ সেপ্টেম্বর ১৭১৯ – ২৬ এপ্রিল ১৭৪৮

- মৃত্যু : ২৬ এপ্রিল ১৭৪৮ (৪৫ বছর)
- টীকা : সৈয়দ ভাইদের হাত থেকে নিস্কৃতি পান। মারাঠাদের সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ে দক্ষিণাত্য ও মালওয়া হারান। শাসনামলে নাদির শাহের আক্রমণ হয়। সাম্রাজ্যের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম শেষ সম্রাট।

14. আহমেদ শাহ বাহাদুর

- প্রকৃত নাম : আহমেদ শাহ বাহাদুর
- জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৭২৫
- শাসনকাল : ২৬ এপ্রিল ১৭৪৮ – ২ জুন ১৭৪৮
- মৃত্যু : ১ জানুয়ারি ১৭৭৫ (৪৯ বছর)
- টীকা : সিকান্দারাবাদের যুদ্ধে মারাঠাদের বিপক্ষে মুঘলদের পরাজয়

15. দ্বিতীয় আলমগীর

- প্রকৃত নাম : আজিজউদ্দিন
- জন্ম : ৬ জুন ১৬৯৯
- শাসনকাল : ২ জুন ১৭৫৪ – ২৯ নভেম্বর ১৭৫৯
- মৃত্যু : ২৯ নভেম্বর ১৭৫৯ (৬০ বছর)
- টীকা : উজির গাজিউদ্দিন খান ফিরোজ জঙের আধিপত্য

16. তৃতীয় শাহজাহান

- প্রকৃত নাম : মুহিউল মিল্লাত
- জন্ম : ১৭১১
- শাসনকাল : ১০ ডিসেম্বর ১৭৫৯ – ১০ অক্টোবর ১৭৬০
- মৃত্যু : ১৭৭২

17. দ্বিতীয় শাহ আলম

- প্রকৃত নাম : আলি গওহর

- জন্ম : ২৫ জুন ১৭২৮
- শাসনকাল : ২৪ ডিসেম্বর ১৭৫৯ – ১৯ নভেম্বর ১৮০৬ (৪৬ বছর, ৩৩০ তিন)
- মৃত্যু : ১৯ নভেম্বর ১৮০৬ (৭৮ বছর)
- টীকা : মারাঠারা তাকে মুঘল সম্রাট হিসেবে মেনে নেয়।পরে ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর আহমেদ শাহ দুররানি কর্তৃক ভারতের সম্রাট স্বীকৃত হন।১৭৬৪ সালে মুঘল সম্রাট, আওধের নবাব এবং বাংলা ও বিহারের নবাবের সম্মিলিত শক্তি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়। যুদ্ধে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় শাহ আলম এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে দিল্লি ত্যাগ করেন। এলাহাবাদের চুক্তির মাধ্যমে হানাহানি বন্ধ হয়। ১৭৭২ সালে মারাঠা নিরাপত্তায় তাকে মুঘল সিংহাসনে বসানো হয়।তার শাসনামলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় মুঘল নিজামত বিলুপ্ত করে।

18. দ্বিতীয় আকবর শাহ

- প্রকৃত নাম : মির্জা আকবর
- জন্ম : ২২ এপ্রিল ১৭৬০
- শাসনকাল : ১৯ নভেম্বর ১৮০৬ – ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭
- মৃত্যু : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ (৭৭ বছর)
- টীকা : ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর দ্বিতীয় আকবর শাহ ব্রিটিশ পেনশনভোগী হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ নিরাপত্তায় তিনি আনুষ্ঠানিক প্রধান ছিলেন।

19. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

- প্রকৃত নাম : আবু জাফর সিরাজউদ্দিন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ জাফর
- জন্ম : ২৪ অক্টোবর ১৭৭৫
- শাসনকাল : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ – ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ (১৯ বছর ৩৫১ দিন)
- মৃত্যু : ৭ নভেম্বর ১৮৬২
- টীকা : শেষ মুঘল সম্রাট। সিপাহী বিদ্রোহের পর তাকে বন্দী করে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়া হয়। এর মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে। তিনি রেঙ্গুনে মারা যান।